সংবাদ

তারিখ 31 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যশোর এমএম কলেজে ছাত্রলীগ দু'গ্রুপে সংঘর্ষ : আহত ১০

● বরিশাল বিএম কলেজে অবাঞ্ছিত শিবির

যশোর অফিস

যশোর এমএম কলেজ ছাত্রলীগ দু'গ্রুপের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে ১০ জন আহত হয়েছে। এদিকে বরিশাল বিএম কলেজে ছাত্রশিবিরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে ছাত্রলীগ। বিস্তারিত জানাচ্ছেন সংবাদ প্রতিনিধিরা :

যশোর : গতকাল শুক্রবার যশোর সরকারি এমএম কলেজে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। সংঘর্ষের কারণে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে নির্মিত প্যান্ডেলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্যাম্পাসে মিছিল করা নিয়ে সংঘর্ষের সূত্রপাত হলেও নেপথ্যে ছিল প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সুখেন মজুমদার ক্যাম্পাসে সংঘটিত ঘটনাকে দুঃখজনক উল্লেখ করে জানান, জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ নেতাকর্মীদের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবুল হোসেন বলেছেন, কলেজ প্রশাসনের তাৎক্ষণিক ভূমিকার ফলে দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেয়া গেছে। তবে সংঘর্ষের সময় ক্যাম্পাসে উপস্থিত থাকা কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবুল বাশার বলেন, ক্যাম্পাসে কোন সংঘর্ষ হয়নি। ফলে কোন মামলাও হয়নি।

জেলা ছাত্রলীগের সদস্য ডলার ও

দু'গ্রুপে : পৃ: ২ ক: ১

দু'গ্রুপে : সংঘর্ষ

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কলেজ শাখার নেতা আহসানুল করিম রহমান জানান, ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে ক্যাম্পাসে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে মিছিল-সমাবেশ না করার নির্দেশ দেয় জেলা কমিটি। কিন্তু ওই নির্দেশ অমান্য করে কয়েক কর্মী বহিরাগতদের নিয়ে বেলা ১১টার দিকে মিছিল বের করে। এ সময় ক্যাম্পাসে উপস্থিত ছাত্রলীগের জেলা সভাপতি সুখেন মজুমদার ও সাধারণ সম্পাদক মাহমুদ হাসান বিপু তাদের নিবৃত করার চেষ্টা করলে বহিরাগতরা তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। এ সময় তারা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে আসেন। এর কিছুক্ষণ পর হাঁস সোহেল, জাকির, জয়ন্তসহ বহিরাগত সন্ত্রাসীরা জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্যকারীদের ওপর হামলা চালায়। এতে ডলার, রহমানসহ ছাত্রলীগের প্রায় ১০ নেতাকর্মী আহত হয়।

অন্য গ্রুপটি পাল্টা হামলার চেষ্টা করলেও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারেনি। পরে জেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অমান্যকারীরা কলেজ সংলগ্ন ছাত্রলীগ নেতা আহসানুল করিমের বাড়িতে হানা দিয়ে ভাঙচুর চালায়। সংঘর্ষ চলাকালে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ক্যাম্পাসে নির্মিত প্যান্ডেলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পুরো ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ছাত্রলীগের কলেজ শাখার নেতা আহসানুল করিম রহমানের বাবি, হামলায় নেতৃত্বদানকারীদের বেশিরভাগই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত নয়; তারা আওয়ামী লীগে সদ্য যোগদানকারী এক শীর্ষ নেতার অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

বরিশাল : তুচ্ছ ঘটনার জের ধরে বরিশাল সরকারি বিএম কলেজ ক্যাম্পাসে একটি ছাত্রবাসের ৫টি কক্ষ ভাঙচুর করা হয়েছে। এ সময় এক ছাত্রকে মারধর করা হয়। শুক্রবার বেলা ৩টার পর এসব ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে ছাত্রশিবির মিছিল বের করায় ছাত্রলীগ শিবিরকে ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করে। এ সময় তারা ক্যাম্পাসে শিবিরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে।

জানা যায় পূর্ব বিরোধের জের ধরে হিসাববিজ্ঞান দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সোহেলকে একই বিভাগের ছাত্র তুহিন বেলা ১২টায় ক্যাম্পাসে মারধর করে। এর জের ধরে সোহেলের সহযোগীরা মুসলিম ছাত্রাবাসে তুহিনের কক্ষ ভাঙচুর করে। পাল্টা জের হিসেবে বিকেল ৩টায় তুহিনের সহযোগীরা সোহেল ও তার সহযোগীদের কক্ষ ভাঙচুর করে। হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনায় মুসলিম ছাত্রাবাসের ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬ ও ১৫৮ নম্বর কক্ষ ভাঙচুর করা হয়েছে।

এদিকে শুক্রবার অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে সকালে ছাত্রলীগ, ছাত্রমৈত্রী ও জাসদ ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। বেলা সাড়ে ১১টায় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির মিছিল করার জন্য মসজিদের গেট দিয়ে ক্যাম্পাসে ঢোকার চেষ্টা করে। এ সময় ছাত্রলীগের কর্মীরা ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের কর্মীদের ধাওয়া দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয়। পরে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে গেলে ছাত্রলীগ তাদের ব্যানার ছিনিয়ে নেয়। ছাত্রলীগ কলেজের জিরো পয়েন্টে এক সভা করে ছাত্রশিবিরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। ছাত্রলীগের সমাবেশে বক্তৃতা করেন মইন তুষার, শুভ সেন, রফিক সেরনিয়াবাত, জাহিদ সেরনিয়াবাত, ফাতেমা মমতাজ মলি প্রমুখ।